Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

রবিবার the ৩০ day of জুলাই**, ২০২৩**

Other Suit No. ১২৯৯ / ২০২১

সজল কুমার দাশ গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

প্রদীপ দাশ গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১১/১০/১০ খ্রিঃ, ১০/৪/১১ খ্রিঃ, ১৬/৬/১১ খ্রিঃ, ২৮/০৭/১১ খ্রিঃ, ০৩/১১/১১ খ্রিঃ, ১৪/২/১২ খ্রিঃ, ১৪/২/১২ খ্রিঃ, ১৬/৪/১২ খ্রিঃ, ৭/৮/১২ খ্রিঃ, ১৫/৪/১৩ খ্রিঃ, ৬/৬/১৩ খ্রিঃ, ০৮/০৫/১৪ খ্রিঃ ও ০৪/০৬/১৫ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব জীতেন্দ্র লাল দত্ত Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব অজিত কুমার দে Advocate for Defendant/ Opposite party

জনাব অরুন কুমার মিত্র Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা বিভাগ পাওয়ার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

১) **বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,**

নালিশী তপশীলোক্ত ভূমির মূল মালিক রমনী মোহন ও চন্দ্র শেখরের।/৬।।// কণ্ঠ, সতীশ চন্দ্র গং প্রত্যেকে √১৩।/. কণ্ঠ পরিমাণ স্বত্বাংশে চরলক্ষ্যা মৌজার আর. এস. ১১৯৬ ও ১২০০ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। আর. এস. রেকর্ডি উমাচরণ নিঃসন্তান মরণে তৎ স্বত্বাংশ ৪ ভ্রাতা শ্যামাচরণ, সত্য চরণ, গণেশ চন্দ্র ও সতীশ চন্দ্র প্রাপ্ত হয়। আর এস রেকর্ডী রমনী মোহন মরণে ৩ পুত্র গৌরাংগ দাশ, মানিক দাশ, হারাধন দাশ ১-৩ নং বাদীগণ স্বত্ববান হন। উক্ত আর. এস. রেকর্ডি গনেশ চন্দ্র মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ২ পুত্র প্রফুল্ল দে ও অনন্ত দে প্রাপ্ত হয়। প্রফুল্ল দে মরণে ২ পুত্র সুব্রত দাশ ও বাসু দাশ ৪/৫ নং বাদী প্রাপ্ত হয়। উক্ত অনন্ত দে মরণে ৪ পুত্র গৌরাংগ দাশ, দিলীপ দাশ, প্রদীপ দাশ ও সনজিত দাশ ৬-৯নং বাদীগণ

প্রাপ্ত হয়। উক্ত আর. এস. রেকর্ডি শ্যামাচরণ মরনে ২ কন্যা শতকুমারী ও চবলা বালা প্রাপ্ত হয়। উক্ত কন্যাদ্বয় তাদের স্বত্ব বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ববান হন। আর. এস. রেকর্ডি সত্য চরণ দে মরনে ১ পুত্র দেবেন্দ্র চন্দ্র দে প্রাপ্ত হয়। উক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র দে মরনে তৎ স্বত্ব তৎ ৩ পুত্র বাদল দে, মৃদুল দে ১০ নং বাদী ও সুনীল দে ১১ নং বাদী প্রাপ্ত হয়। উক্ত বাদল দে মরনে ৩ পুত্র রুপন দে, রুবেল দে, লিটন দে, ১২-১৪ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। এভাবে ১-১৪ নং বাদীগণ উভয় খতিয়ানে নালিশী দাগে ১(ক) বন্দে সর্বমোট ৩৫$\frac{১}{২}$ শতক ভূমি বিবাদীগণের সাথে এজমালে ভোগ দখলকার নিয়ত আছেন।

২) উক্ত আর. এস. রেকর্ডি সতীশ চন্দ্র দাশ উভয় খতিয়ানে স্বত্ববান ও ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় ৬ গন্ডা ভূমি ১৩ নং বিবাদী শচীন্দ্র দাশের বরাবরে বিক্রয় করেন। বাদ বাকী ১।-৩ দন্ত পরিমাণ স্বত্বাংশ ভোগ দখলকার থাকিয়া মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ৫ পুত্র সুধাংশু, হিমাংশু, রাখাল, নেপাল, সুখেন্দু ৮ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। উক্ত সুধাংশু দে মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ৩ পুত্র প্রদীপ অজিত, সুজিত ১-৩ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। উক্ত রাখাল মরণে ৩ পুত্র সনজিত, অঞ্জন, রতন দাশ ৪-৬ নং বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয়। উক্ত হিমাংশু মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ১ পুত্র সুদীপ দাশ ৭নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। উক্ত নেপাল দাশ মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ১ পুত্র উজ্জল দাশ ০৯নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। উক্ত আর. এস. রেকর্ডি চন্দ্র শেখর উভয় খতিয়ানে (/৬।।//+/৬।।//) মোট √-১৩।/ কন্ঠ পরিমাণ অংশে ২И// কন্ঠ পরিমাণ স্বত্বাংশে ভোগ দখলকার থাকিয়া মরণে তৎ স্বত্বাংশ তৎ পুত্র সাধন দে, মিলন দে, মৃদুল দে ওয়ারিশী সুত্রে প্রাপ্ত হয়। নালিশী ১(ক) বন্দের সম্পত্তি বাদীগণ ও ১-১৪ নং বিবাদীগণের মধ্যে ইতিপূর্বে By mets & bound বিভাগ হয় নাই। বাদীগণ ও বিবাদীগণ এজমালে নালিশী ভূমি ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় ৯/১১-১২ নং বিবাদীগণ ১৪ নং বিবাদীর নিকট অংশাতিরিক্ত ভূমি বিক্রী করিলে বাদীগণ বিরোধীয় ১(ক) বন্দের ১-১৪ নং বিবাদীগণের নিকট বিগত ১৮/১/০৪ ইং তারিখ বিভাগ তলব করিলে বিবাদীগণ তাতে অস্বীকৃতি জানান। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীগণ স্বীয় ন্যায্য স্বত্বাংশ সাহাম পাওয়ার দাবীতে বিভাগ প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করেন।

৩) **অন্যদিকে ৪-১৩ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,**

নালিশী আর. এস. ১১৯৬ ও ১২০০ নং খতিয়ানের সমুদয় ১.৭৩ একর ভূমি পীতাম্বর দে এর ছয় পুত্র ত্রিপুরা চরণ, উমা চরণ, শ্যামাচরণ, সত্য চরন, গনেশ চন্দ্র ও সতীশ চন্দ্র দে এর তুল্যাংশীয় স্বত্ব দখলী সম্পত্তি ছিল। উক্ত আর. এস. খতিয়ানের জমিতে উমা চরন, শ্যামা চরন, সত্য চরন, গনেশ চন্দ্র ও সতীশ চন্দ্র প্রত্যেকে $\frac{২}{১২}$ অংশে এবং রমনী মোহন ও চন্দ্র শেখর প্রত্যেকে $\frac{১}{১২}$ অংশে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। আর এস রেকর্ডী সত্য চরন দে এক পুত্র দেবেন্দ্র চন্দ্র দে এবং গনেশ চন্দ্র দুই পুত্র প্রফুল্ল দে ও অনন্ত দে কে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যান। তৎপর শ্যামা চরণ দুই পুত্রবতী কন্যা শত কুমারী ও চপলা বালাকে এবং উমা চরণ এক ভাই সতীশ চন্দ্র কে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যান। বিদ্যা সুন্দরী নামে উমা চরনের এক কন্যা ছিল। তবে বিদ্যা সুন্দরী পুত্র কন্যা হীনা হওয়ায় পিতা হতে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হন

নাই। ফলে নালিশী দুই আর. এস. খতিয়ানের জমিতে উমাচরণের সম্পূর্ণ $\frac{২}{১২}$ অংশ সম্পত্তি তৎ ভ্রাতা সতীশ চন্দ্র দে ওয়ারিশ প্রাপ্ত হন।

৪) ১০-১৪ নং বাদীগনের পূর্ববর্তী দেবেন্দ্র চন্দ্র দে আর. এস. ৩৬২৮ ও ৩৫৮৯ দাগাদির আন্দরে ২০ শতক ১৫/০৮/৪২ ইং তারিখের ৪৭৩২ নং পাট্টা ও ৪৭৩৩ নং কবুলিয়ত মূলে নগেন্দ্র চন্দ্র রাহা বরাবরে বন্দোবস্তী দেন। নগেন্দ্র রাহার মৃত্যুর পর তৎ পুত্র অজিত রাহা উক্ত .২০ শতক জমি ১০/৯/২০০২ ইং তারিখের ৬৯৬৯ নং কবলা মূলে তপন দে এর নিকট বিক্রয় করেন। ১১ নং বাদী আনোয়ারা থানার খিল পাড়ায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করে। প্রফুল্ল দে নালিশী আর. এস. ১২০০ নং খতিয়ানের আর. এস. ৩৫৮৯, ৩৫৯৩, ৩৬২৬ ও ৩৬২৭ দাগাদির আন্দর ১০ শতক জমি ২৪/৩/১৯৫২ ইং তারিখের ১৭৫১ নং কবলা মূলে সতীশ চন্দ্র দে বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রফুল্ল দে নালিশী আর. এস. ১১৯৬ নং খতিয়ানের আর. এস. ৩৭৬৯ ও ৩৭৭১ দাগাদির আন্দর ৪(চার) গন্ডা জমি ৪/৮/৯৬ ইং তাং ও ৪২৮২ নং কবলা মূলে রীনা দাশ এর নিকট বিক্রয় করেন। অনন্ত দে মরনে তৎ স্বত্ব চারপুত্র ৬-৯ নং বাদী প্রাপ্ত হন। ৬-৯ নং বাদী তপশীলোক্ত আর. এস. ৩৭৭১ ও ৩৫৯২ নং দাগাদি আন্দর ৬.৫০ শতক ভূমি ২৩/১০/২০০২ ইং তারিখে ৬৪৫২ নং কবলামূলে ৭-৯ নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করেন।

৫) আর. এস. রেকর্ডি রজনী দে আর. এস. ৩৫৮৯ ও ৩৫৯৩ দাগাদির আন্দর ১০ শতক ভূমি ২৮/৫/৬৮ ইং তারিখের ৩১৫১ নং কবলা মূলে মোহাং ইউসুফের নিকট এবং মোহাং ইউসুফ উক্ত জমি ১৯/৩/১৯৭৯ ইং তারিখের ৩৮৬৪ নং কবলা মূলে ১০-১২ নং বিবাদীগণের নিকট হস্তান্তর করেন। শত কুমারী ও চপলা বালা নালিশী আর. এস. ১১৯৬ নং খতিয়ানের আর. এস. ৩৬২৮ দাগের জমির আন্দর .১৩ শতক এবং নালিশী ১২০০ নং খতিয়ানের ৩৬২৭ ও ৩৫৮৯ নং দাগাদির আন্দর .৬$\frac{১}{৪}$ শতক, মোট .১৯$\frac{১}{৪}$ শতক জমি ১৪/৮/৪৬ ইং তারিখের ৪৫৫৫ নং পাট্টা ও একই তারিখের ৪৫৫৬ নং কবুলিয়ত মূলে আর. এস. রেকর্ডি চন্দ্র শেখর এর বরাবরে বন্দোবস্তী প্রদান করেন। চন্দ্র শেখরের মৃত্যুতে তৎ মৌরশী ও খরিদা সমুদয় স্বত্বাংশ তৎ পুত্র ১০-১২ নং বিবাদীগণ ওয়ারিশ প্রাপ্ত হন।

৬) উক্ত বিদ্যা সুন্দরী অপরাপর জমিসহ নালিশী আর. এস. ১২০০ নং খতিয়ানের আর. এস. ৩৫৯৩ দাগের .০৯ শতক এবং নালিশী আর. এস. ৩৭৭১ দাগে .০৫ শতক জমি খরিদ করেন। তৎ মৃত্যুতে উক্ত জমি অন্য ওয়ারিশ না থাকায় তৎ দেবর সতীশ চন্দ্র মজুমদার ওয়ারিশ প্রাপ্ত হন। সতীশ চন্দ্র মজুমদার উক্ত জমি ২৫/৩/৭৬ ইং তারিখের ২১৪২ নং কবলা মূলে আর. এস. রেকর্ডি সতীশ চন্দ্র দে প্রকাশ সতীশ চন্দ্র দাশের নিকট বিক্রয় করেন। নোয়াব আলী ও জুনু মিয়া আর. এস. ৩৫৯৩ ও ৩৫৮৮ দাগাদির আন্দর ৭ শতক জমি খরিদ করিয়া পরবর্তীতে ১৮/১১/৮০ ইং তারিখের ১৭৩৭৩ নং কবলা মূলে ১-৩ নং বিবাদীর পিতা সুধাংশু, ৪-৬ নং বিবাদীর পিতা রাখাল, ৯নং বিবাদীর পিতা নেপাল, ০৮নং বিবাদী সুখেন্দু ও ০৭নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করে। সতীশ চন্দ্র দে এর মৃত্যুতে তৎ ওয়ারিশ প্রাপ্ত ও খরিদা স্বত্বাংশ তৎ

পাঁচ পুত্র সুধাংশু, হিমাংশু, রাখাল, নেপাল ও সুখেন্দু ওয়ারিশ প্রাপ্ত হন। উক্ত সুধাংশু গং আর. এস. ১২০০ নং খতিয়ানের আর. এস. ৩৫৮৯, ৩৫৯৩, ৩৫৯৫, ৩৬২৬ ও ৩৬২৭ দাগাদির আন্দর ১১ শতক জমি ৯/৮/১৯৭৬ ইং তারিখের ৪৬৪৬ নং কবলা মূলে ১৩ নং বিবাদী শচীন্দ্র দাশের নিকট বিক্রয় করেন এবং বিক্রীত ১১ শতক জমি নালিশী আর. এস. ৩৬২৭ দাগে চিহ্নিত মতে দখল অর্পন করেন। ১৩ নং বিবাদী ১১ শতক জমি দখল প্রাপ্তে তথায় বসত গৃহ নির্মানে সপরিবারে বসবাস করছেন। নালিশী আর. এস. ৩৬২৭ দাগের কতেক জমিতে ৮ নং বিবাদী সুখেন্দু দাশ বসবাস করছেন। তপন দে এবং ৯-১২ নং বিবাদীগণ নালিশী দাগাদির আন্দর কতেক জমি ১৪ নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এই বিবাদীগণ নালিশী দাগাদির জমিতে তাহাদের স্ব স্ব স্বত্বাংশে ভোগ দখলে স্থিত আছেন। নালিশী ১(ক) বন্দের জমিতে বাদীগণের কোন স্বত্ব দখল নাই। বাদীগণ তাহাদের পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক বিক্রয়ের বিষয় গোপন করত অন্যায় লাভের কুমানসে মিথ্যা উক্তিতে মোকদ্দমাটি দায়ের করিয়াছেন বিধায় অত্র মামলা খারিজযোগ্য।

৭) **অন্যদিকে ১৪ নং বিবাদী সরকার পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,**

নালিশী আর. এস. ১১৯৬/ ১২০০ নং খতিয়ানের সম্পুর্ণ ১.৭৩ একর ভূমির মূল মালিক ছিল ত্রিপুরা চরন গং। তৎ মতে আর. এস. ১১৯৬/১২০০ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। আর. এস. রেকর্ডি সত্য চরণ মরণে তাহার পুত্র দেবেন্দ্র আর. এস. ১১৯৬/১২০০ নং খতিয়ানের ৩৬২৮/৩৫৮৯ দাগের ২০ শতক ভূমি বিগত ১৫/৮/৪২ ইং তারিখের পাট্টা কবুলিয়ত মুলে নগেন্দ্র চন্দ্র রাহার নিকট বন্দোবস্তি দেন। দেবেন্দ্র বিগত ১২/৫/৪৩ ইং কবলা মূলে ৭ শতক ভূমি নগেন্দ্র রাহার নিকট বিক্রি করেন। উক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র রাহা মরনে পুত্র অজিত কুমার রাহা ২০ শতক ভূমি বিগত ১০/৯/০২ ইং তারিখের ৬৯৬৯ নং কবলা মুলে তপন দে এর নিকট বিক্রি করেন।

৮) গনেশ চন্দ্র মরণে দুই পুত্র অনন্ত কুমার ও প্রফুল্ল কুমার প্রাপ্ত হয়। প্রফুল্ল তৎ স্বত্বাংশীয় ১০ শতক ভূমি বিগত ২৪/৩/১৯৫২ ইংরেজী তারিখের ২৭৫১ নং কবলা মুলে সতীশ চন্দ্র দে এর বরাবরে হস্তান্তর করেন। অনন্ত কুমার মরণে তৎ চার পুত্র ৬-৯ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে ৬$\frac{১}{২}$ শতক ভূমি বিগত ২৩/১০/০২ ইংরেজী তারিখের কবলা মুলে ৭/৮/৯ নং বিবাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য যে, প্রফুল্ল কুমার তৎ স্বত্বাংশীয় ৯ শতক ভূমি বিনা দাশ এর বরাবরে বিক্রি করেন। ফলে অনন্ত ও প্রফুল্ল নালিশী দাগাদির ভূমিতে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বত্বাংশ বিক্রি করিয়া স্বত্ব দখলচ্যুত হইয়াছে। অনন্তের পুত্র ৬-৯ নং বাদীগণ পটিয়া থানার ধলঘাট সাকিনে এবং প্রফুল্লের পুত্র ৪/৫ নং বাদী বোয়ালখালী থানার শাকপুরা সাকিনে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে।

৯) আর. এস. রেকর্ডি উমা চরণ মরণে তৎ স্বত্বাংশ ভ্রাতা শ্যামা চরণ ও সতিশ চন্দ্র প্রাপ্ত হয়।সতীশ চন্দ্র মরণে তৎ স্বত্বাংশ পাঁচ পুত্র সুধাংশু গং পায়। আবার শ্যামা চরণ মরণে তৎ স্বত্বাংশ দুই কন্যা শত কুমারী ও চাপলাবালা প্রাপ্ত হয়। শতকুমারী ও চপলা বালা তাহাদের স্বত্বাংশীয় আর. এস. ১১৯৬/ ১২০০ নং খতিয়ানের ৩৬২৮ দাগের ১৩ শতক ও ৩৬২৭/৩৫৮৯ দাগে ৬$\frac{১}{২}$ শতক তৎ মতে মোট ১৯$\frac{১}{২}$ শতক

ভূমি বিগত ১৫/৮/৪৬ ইং তারিখের ৪৫৫৫ নং পাট্টা ও ৪৫৫৬ নং কবুলিয়ত মুলে আর. এস. রেকর্ডি চন্দ্র শেখর এর বরাবরে বন্দোবস্তী মূলে হস্তান্তর করেন। এভাবে চন্দ্র শেখর ওয়ারিশী ও পাট্টা মুলে (১৪$\frac{১}{২}$ + ১৯$\frac{১}{২}$)=৩৪ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। চন্দ্র শেখর মরনে তিন পুত্র ১০-১২ নং বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয়।

১০) উল্লেখ্য যে, সতীশ এর খরিদা ২৪/৩/৫২ ইংরেজী তারিখের ১৭৫১ নং কবলা মুলে খরিদা ভূমি তৎ পুত্রগণ বিগত ৯/৮/৭৬ ইং তারিখের ৪৬৪৬ নং কবলা মূলে শচীন্দ্র লাল দাশ এর নিকট বিক্রি করেন। আর. এস. রেকর্ডি রমনী মোহন তৎ স্বত্বাংশীয় ভূমি হইতে ১০ শতক ভূমি ২৯/৫/৬৮ ইং তারিখের ৩১৫১ নং কবলামুলে মোহাম্মদ ইউসুফ এবং মোহাম্মদ ইউসুফ তৎ স্বত্বাংশীয় ১০ শতক ভূমি বিগত ১৯/৩/৭৯ ইং তারিখের ৩৮৬৪ নং কবলা মুলে ১০-১২ নং বিবাদীর নিকট বিক্রি পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করে। রজনীর বিক্রি বাদ বাকী ৪ শতক বসত বাড়ী আর. এস. ৩৭৭১ দাগে তৎ পুত্র ১-৩ নং বাদীগণ দখলকার আছেন। উমা চরণের কন্যা বিদ্যা সুন্দরী পিতা হইতে কোন স্বত্ব ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হয় নাই। তবে বিদ্যাসুন্দরী কতেক ভূমি খরিদ করিয়া মরণে তাহা তৎ দেবর সতীশ মজুমদার প্রাপ্ত হইয়া বিগত ২৩/৩/৭৬ ইং তারিখের ২১৪ নং কবলা মুলে আর. এস. রেকর্ডি উক্ত সতীশ চন্দ্র এর নিকট বিক্রি করেন।

১১) উপরোক্ত মতে ১০-১২ নং বিবাদী নালিশী খতিয়ানের দাগাদি আন্দওে মৌরশী ও খরিদা সূত্রে সর্বমোট ৩৮$\frac{১}{২}$ শতক, ৯নং বিবাদী ১১$\frac{১}{২}$ শতক এবং তপন দে ২০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন। ৯-১২ নং বিবাদী আর. এস. ৩৬২৮ দাগের সম্পুর্ণ ও আর. এস. ৩৬২৭ দাগের ২০ শতক মোতাবেক বি. এস. ৪৩৭৯/৪৩৭৮/ ৪৩৮১ দাগাদির অর্থাৎ মোট ৪৮ শতক ভূমি বিগত ১৫/৩/০৩ ইংরেজী তারিখের ১৩৪০ নং কবলা মূলে অত্র বিবাদীর নিকট হস্তান্তর ও দখলে অর্পন করেন। এই বিবাদী নালিশী ভূমিতে পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য একটি সাবষ্টেশন স্থাপন করিয়া ভোগদখলে আছে। ১০/১২-২৪ নং বাদীগণ তাদের পূর্ববর্তীর হস্তান্তরবাদ বাদ বাকী প্রাপ্তাংশ আর. এস. ৩৭৭১ দাগে দখলকার আছেন। ৪-৯ নং বাদীর নালিশী খতিয়ানের ভূমিতে কোনরূপ স্বত্ব দখল নাই। এই বিবাদীর খরিদা ৪৮ শতক ভূমির কোন অংশ বাদীগণের কোনরূপ স্বত্ব দখল নাই ও ছিল না। সতীশ চন্দ্র গং এর নামে পি. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার হয়। বি. এস. খতিয়ান সতীশ চন্দ্র নামে।।. আনা অংশ জরিপ হয়। তবে বি. এস. খতিয়ানে বাদীর পূর্ববর্তীর অংশলিপি অতিরিক্ত হইয়াছে। যাহা ভুল ও ভিত্তিহীন বটে এবং দলিলাদির ও বাস্তব দখলের পরিপন্থি হয়। বাদীর মামলা মিথ্যা হয়রানীমূলক বিধায় উহা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১২) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?

৬) বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার ডিক্রী পেতে হকদার কি না ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

১৩) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ হারাধন দাশ (P.W.1); সুজিত চৌধুরী (P.W.2)। অন্যদিকে, ৪-১৩ নং বিবাদীপক্ষ মোট ০৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথাঃ সুখেন্দু দাশ (D.W.1), মোঃ কাশেম (D.W.2); আবদুল হামিদ (D.W.3) কে পরীক্ষা করেছেন। ১৪ নং বিবাদীপক্ষ জবাব দাখিল করলেও দাবি সমর্থনে কোন মৌখিক বা দালিলিক সাক্ষ্য উপস্থাপন করেননি।

১৪) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। নালিশী চরলক্ষ্যা মৌজার আর. এস. ১১৯৬ ও ১২০০ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। একই মৌজার বি. এস. ১২৬১ ও ১২৬৩ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ২ সিরিজ

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে ৪-১৩ নং বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। গত ৫/০৮/৪২ ইংরেজীর রেজিষ্ট্রারীকৃত ৪৭৩২ ও ৪৭৩৩ নং পাট্টা ও কবুলিয়ত এর সি. সি.	প্রদর্শনী ক সিরিজ
২। গত ২৪/০৩/৫২ ইংরেজী রেজিষ্ট্রারীকৃত ১৭৫১ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী খ
৩। গত ২৩/১০/০২ ইং তারিখের ৬৪৫২ নং কবলা আসল	প্রদর্শনী গ
৪। গত ২৯/০৫/৬৮ ইং তারিখের ৩১৫১ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ঘ
৫। গত ১৯/০৩/৭৯ ইং তারিখের ৩৮৬৪ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী ঙ
৬। গত ৭/১২/৮৬ ইং তারিখের ৬৪৩৪ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী চ
৭। গত ১৫/০৮/৪৬ ইং তারিখের ৪৫৫৫ ও ৪৫৫৬ নং পাট্টা ও কবুলিয়তের সি. সি.	প্রদর্শনী ছ সিরিজ
৮। গত ১৪/১১/৪৬ ইং তারিখের ৫৮৫৫ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী জ
৯। গত ২৫/০৩/৭৬ ইং তারিখের ২১৪২ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী ঝ
১০। গত ৬/৬/৭৭ ইংরেজীর ৩১৬৭ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ঞ

১১। ১৭৩৭৩ নং কবলার আসল প্রদ-ট ১২। ৪৬৪৬ নং কবলার আসল প্রদ-ঠ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১৫) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ</u>

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কিনা ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা করলাম। বাদীপক্ষ আরজি বর্নিত তফসিলোক্ত ১৭ গন্ডা তিন কড়া বা ৩৫.৫০ শতক নালিশী সম্পত্তির বিভাগের প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করেছেন। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার সাবেক পটিয়া হাল কর্নফুলী থানাধীন চরলক্ষ্য মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ৩,০০,০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

১৬) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি বাদীগনের মৌরশী প্রাপ্ত স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি হয় এবং উক্ত সম্পত্তি বাদী ও বিবাদীগণ এজমালিতে যে যার মত সুবিধাজনকভাবে ভোগদখল করে আসছেন। বাদী ও বিবাদীগনের এজমালে নালিশী ভূমি ভোগদখলকার থাকাবস্থায় আর এস রেকর্ডী সতীশ ও চন্দ্র শেখরের পুত্র ৯/১১-১২ নং বিবাদীগণ ১৪ নং বিবাদীর নিকট অংশাতিরিক্ত ভূমি বিক্রয় করেন। উক্ত বিবাদীসহ অন্যান্য বিবাদীগণ নালিশী দাগে অংশাতিরিক্ত ভূমি দাবি করিলে বাদীগণ ১-১৪ নং বিবাদীগনের নিকট ১৮/০১/২০০৪ ইং তারিখে আপোষ চিহ্নিতমতে উক্ত ভূমি বিভাগের আবেদন জানান। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বিভাগ করিতে অস্বীকৃতি জানায়। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৭) বিগত ১৮/০১/২০০৪ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ০৩/১০/২০২১ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা সুনির্দিষ্ট তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে এবং মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৮) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ</u> **" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ? + বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার ডিক্রী পেতে হকদার কি না ?"**

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো। বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী আর এস ১১৯৬ নং খতিয়ানের আর এস ৩৬২৮ দাগ তৎ সামিল বি এস ১২৬১ নং খতিয়ানের ৪৩৭৯ দাগে ২৮ শতক, আর এস ১২০০ নং খতিয়ানে আর এস ৩৬২৬/২৬২৭ দাগ সামিল বি এস ১২৬৩ খতিয়ানের বি এস ৪৩৭৮ দাগে ৬ শতক ও ৪৩৮১ দাগে ৩৬ শতক সহ সর্বমোট ৭০ শতক আন্দরে ৩৫.৫০ শতক ভূমিতে স্বত্ব দাবি করিয়া উহার বিভাগ প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা রুজু করেছেন।

১৯) P.W.1 এর দাখিলকৃত আর এস **১১৯৬ ও ১২০০**, খতিয়ান [**প্রদর্শনী -১ ও ১(ক)**] হতে দেখা যায়, আর এস ১১৯৬ খতিয়ানে আর এস ৩৬২৮ দাগে ২৮ শতক ভূমিতে পিতাম্বর দে এর পুত্র উমাচরন, শ্যামাচরণ, সত্যচরণ, গনেশ চন্দ্র ও সতীশ চন্দ্র প্রত্যেকে √১৩।/. কন্ট (২ আনা ১৩ গন্ডা ১ কড়া ১ কন্ট) অংশে এবং ত্রিপুরা চরণদের ২ পুত্র রমনী মোহন ও চন্দ্র শেখর প্রত্যেকে /৬।।// কন্ট (১ আনা ৬ গন্ডা ২ কড়া ২ কন্ট) অংশে স্বত্ববান ছিলেন। সুতরাং উক্ত ২৮ শতকে উমাচরণ গং ০৫ ভ্রাতা প্রত্যেকে অংশমতে ৪.৬৬ শতক এবং রমনী মোহন ও চন্দ্র শেখর প্রত্যেকে ২.৩৩ শতক প্রাপ্ত হন মর্মে পাওয়া যায়। একই ভাবে আর এস ১২০০ খতিয়ানে ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে (৬+৩৬) =৪২ শতকে উমাচরণ গং ০৫ ভ্রাতা প্রত্যেকে অংশমতে ৭ শতক এবং রমনী মোহন ও চন্দ্র শেখর প্রত্যেকে ৩.৫০ শতক করে প্রাপ্ত হন।

২০) নালিশী আর এস ১১৯৬ ও ১২০০ খতিয়ানে উমাচরণ নালিশী ৩৬২৮ দাগে ৪.৬৬ শতক এবং ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে উমাচরনের কন্যা বিদ্যা সুন্দরী পিতা হতে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হননি। বাদীপক্ষ উমাচরণ মরনে তৎ স্বত্ব তাহার চার ভ্রাতা প্রাপ্ত হয় মর্মে দাবি করেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ উমাচরনের স্বত্ব শুধুমাত্র তৎ ভ্রাতা সতীশ চন্দ্র প্রাপ্ত হন মর্মে দাবি করেন। ভ্রাতাগনের মধ্যে উমাচরণ যে সবার প্রথমে মৃত্যুবরন করেছেন তৎ প্রমাণে বিবাদীপক্ষ কোন বিশ্বাসযোগ্য মৃত্যু সনদ বা মৌখিক সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে পারেননি। সুতরাং উমাচরণ মরনে তাহার স্বত্ব যে শুধুমাত্র সতীশ চন্দ্র পেয়েছিল তা অসত্য বলে আমি মনে করি। মূলত উমাচরণ মরনে তাহার স্বত্বাংশীয় ভূমি তৎ চার ভ্রাতা প্রাপ্ত হয়েছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্তমতে নালিশী আর এস ৩৬২৮ দাগে শ্যামাচরণ ৫.৮২৫ শতক, সত্যচরন ৫.৮২৫ শতক, গনেশ চন্দ্র ৫.৮২৫ শতক এবং সতীশ চন্দ্র ৫.৮২৫ শতক এবং নালিশী আর এস ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে শ্যামাচরণ ৮.৭৫ শতক, সত্যচরন ৮.৭৫ শতক, গনেশ চন্দ্র ৮.৭৫ শতক এবং সতীশ চন্দ্র ৮.৭৫ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২১) আর এস রেকর্ডী রমনী মোহন নালিশী আর এস ৩৬২৮ দাগে ২.৩৩ শতক এবং ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৩.৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন মর্মে পাওয়া যায়। [প্রদর্শনী-ঘ] হতে দেখা যায় রমনী মোহন আর এস ৩৫৮৯/৩৫৯৩ দাগে ১০ শতক ভূমি ২৮/৫/৬৮ ইং তারিখে **৩১৫১** নং কবলামুলে মোহাম্মদ ইউসুফ বরাবর এবং ইউসুফ হতে উক্ত ১০ শতক ভূমি **১৯/৩/১৯৭৯** ইং তারিখের ৩৮৬৪ নং কবলামুলে [প্রদর্শনী-ঙ] ১০-১২ নং বিবাদী খরিদ করেন। কিন্তু উক্ত হস্তান্তরিত ভূমির সহিত তফসিলোক্ত সম্পত্তির কোন সম্পর্ক নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়। কারন উক্ত কবলামুলে অনালিশী দাগের সম্পত্তি বিক্রয় হয়েছিল। স্বীকৃতমতে রমনী মোহনের মৃত্যুতে তৎ স্বত্ব ১-৩ নং বাদীগণ পায়। সুতরাং **১-৩ নং বাদীগণ নালিশী আর এস ৩৬২৮ দাগে ২.৩৩ শতক এবং ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৩.৫ শতক সহ মোট ৫.৮৩ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

২২) আবার আর এস রেকর্ডী গনেশ চন্দ্র নালিশী আর এস ৩৬২৮ দাগে ৫.৮২৫ শতক এবং ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৮.৭৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন মর্মে পাওয়া যায়। বাদীপক্ষের দাবিমতে গনেশের মৃত্যুতে তাহার দুই পুত্র প্রফুল্ল দে ও অনন্ত দে ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং প্রফুল্ল দে নালিশী ৩৬২৮ দাগে ২.৯১২ শতক এবং ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৪.৩৭৫ শতক প্রাপ্ত হন। একই ভাবে অনন্ত দে ও প্রাপ্ত হন। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে প্রফুল্ল দে নালিশী আর এস ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগ সহ অনালিশী ৩৫৮৯/৩৫৯৩/৩৫৯৫ দাগে ১০ শতক ভূমি ২৪/০৩/১৯৫২ ইং তারিখের ১৭৫১ নং কবলামুলে [প্রদর্শনী-খ] আর এস রেকর্ডী সতীশ চন্দ্র দে বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রতীয়মান হয় উক্ত কবলামুলে প্রফুল্ল দে নালিশী ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৪ শতক ভূমি হস্তান্তর করেছেন। সুতরাং উক্ত ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে প্রফুল্ল দে এর ০.৩৭৫ শতক ভূমি অবশিষ্ট ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করনে যে প্রফুল্ল দে মরনে ৪/৫ নং বাদী এবং অনন্ত দে মরনে ৬-৯ নং বাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। **উক্তমতে ৪-৫ নং বাদী নালিশী আর এস ৩৬২৮/৩৬২৬/৩৬২৮ দাগে (২.৯১২+ ০.৩৭৫) = ৩.২৮ শতক এবং ৬-৯ নং বাদী উক্ত দাগাদিতে ৭.২৮৭ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

২৩) বাদীপক্ষ আর এস রেকর্ডী শ্যামাচরণ এর স্বত্বাংশীয় কোন ভূমি দাবি করেননি। আরো প্রতীয়মান হয় যে আর এস রেকর্ডী সত্য চরন নালিশী আর এস ৩৬২৮ দাগে ৫.৮২৫ শতক এবং ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৮.৭৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে সত্যচরনের পুত্র দেবেন্দ্র দে ০৫/০৮/১৯৪২ ইং তারিখে ৪৭৩২ নং পাট্টা ও ৪৭৩৩ নং কবলা **[প্রদর্শনী ক, ক(১)]** মূলে ২০ শতক ভূমি নগেন্দ্র চন্দ্র রাহা বরাবর হস্তান্তর করেন। দেখা যায় যে উক্ত দলিল মূলে দেবেন্দ্র নালিশী আর এস ৩৬২৮ দাগের সম্পত্তি হস্তান্তর করেছিলেন। সুতরাং উক্ত ৩৬২৮ দাগে দেবেন্দ্রের প্রাপ্ত ৫.৮২৫ শতক ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সাক্ষ্য হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত সত্য চরন মরনে পুত্র দেবেন্দ্র প্রাপ্ত হয় এবং দেবেন্দ্র মরনে ৩ পুত্র বাদল দে (১২/১৩/১৪ নং বাদীর পূর্ববর্তী), মৃদুল দে (১০ নং বাদী) ও সুনীল দে ওয়ারীশ থাকে। সুতরাং নালিশী ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৮.৭৫ শতক আন্দরে বাদল দে ২.৯১ শতক মৃদুল দে ২.৯১ শতক এবং সুনীল দে ২.৯১ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষের

দাবি মতে বাদল দে মরনে তিন পুত্র রুপন রুবেল ও লিটন (১২-১৪ নং বাদী) ওয়ারীশ হন এবং বাদল দে এর স্বত্ব অর্জন করেন। **সুতরাং ১০-১৪ নং বাদীগণ নালিশী ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৮.৭৫ ভূমি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

২৪) বি এস ১২৬১ প্রদর্শনী-২ ও বি এস ১২৬৩ খতিয়ান প্রদর্শনী-২(ক) হতে দেখা যায় বাদীগনের পূর্ববর্তী রমনী মোহন দে ও দেবেন্দ্র চন্দ্র দে এর নামে বি এস জরিপ শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়েছে। গনেশ চন্দ্র ও তৎ ওয়ারীশগনের নামে বি এস জরিপ হয়নি মর্মে দৃষ্ট হয়।

২৫) **উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনায় স্পষ্ঠত প্রতীয়মান হয় যে নালিশী আর এস ৩৬২৮ এবং ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগাদিতে ১-৩ নং বাদীর ৫.৮৩ শতক, ৪-৫ নং বাদীর ৩.২৮ শতক, ৬-৯ নং বাদীর ৭.২৮৭ শতক এবং ১০-১৪ নং বাদীর ৮.৭৫ শতক একুনে ২৫.১৪৭ শতক ভূমিতে স্বত্ব স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে।**

২৬) উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে আর এস রেকর্ডী সত্যচরন মরনে ১ পুত্র দেবেন্দ্র এবং দেবেন্দ্র মরনে তাহার ২ পুত্র পুফুল্ল দে ও অনন্ত দে ওয়ারীশ থাকে। আবার শ্যামাচরণ মরনে ২ পুত্র বতী কন্যা শতকুমারী ও চপলাবালা ওয়ারীশ থাকে। সত্যচরনের পুত্র দেবেন্দ্র দে ০৫/০৮/১৯৪২ ইং তারিখে ৪৭৩২ নং পাট্টা ও ৪৭৩৩ নং কবলা [প্রদর্শনী ক, ক(১)] মূলে ২০ শতক ভূমি নগেন্দ্র চন্দ্র রাহা বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত কবলামূলে ৩৬২৮ দাগে দেবেন্দ্রের প্রাপ্ত ৫.৮২৫ শতক ভূমি হস্তান্তরিত হয়েছে মর্মে পাওয়া যায়। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে উক্ত ২০ শতক ভূমি ১০/০৯/২০০২ ইং তারিখে ৬৯৬৯ কবলামুলে তপন দে খরিদ করেন।

২৭) সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় আর এস মালিক গনেশ পুত্র প্রফুল্ল দে নালিশী আর এস ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ২৪/০৩/১৯৫২ ইং তারিখের ১৭৫১ নং কবলামুলে [প্রদর্শনী-খ] আর এস রেকর্ডী সতীশ চন্দ্র দে বরাবর ৪ শতক ভূমি হস্তান্তর করেছিলেন। বিবাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে উক্ত প্রফুল্ল দে আর এস ৩৭৬৯/৩৭৭১ দাগে ৮ শতক ভূমি ৪/৮/৯৬ ইং তারিখে ৪২৮২ নং কবলামুলে রীনা দাস বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রতীয়মান হয় উক্ত ৮ শতক ভূমি অনালিশী দাগ হতে হস্তান্তরিত হয় যাহার সাথে তফসিলোক্ত সম্পত্তির কোন সম্পর্ক নেই।

২৮) বিবাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে অপর ভ্রাতা অনন্ত দে এর ওয়ারীশ ৬-৯ নং বাদী আর এস ৩৫৯২/৩৭৭১ দাগে ৬.৫০ শতক ভূমি ২৩/০২/২০০২ ইং তারিখে ৬৪৫২ নং কবলামুলে ৭-৯ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রতীয়মান হয় উক্ত হস্তান্তরিত ভূমি অনালিশী দাগের যাহার সাথে তফসিলোক্ত সম্পত্তির কোন সম্পর্ক নেই।

২৯) বিবাদীপক্ষের দাবিমতে উমাচরণ কন্যা বিদ্যা সুন্দরী নালিশী ১২০০ খতিয়ানের ৩৫৯৩/৩৭৭১ দাগে ৯+৫ = ১৪ শতক ভূমি খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ওয়ারীশবিহীন মৃত্যুবরণ করায় উক্ত সম্পত্তি তৎ দেবর

সতীশ চন্দ্র মজুমদার প্রাপ্ত হয়। সতীশ চন্দ্র মজুমদার হতে ২৫/০৩/১৯৭৬ ইং তারিখে ২১৪২ নং কবলামুলে উক্ত ১৪ শতক ভূমি সতীশ চন্দ্র দে খরিদ করেন। প্রদর্শনী-ঝ পর্যালোচনায় উহার সত্যতা পাওয়া যায়। তবে উক্ত খরিদা সম্পত্তির সহিত তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তির কোন সম্পর্ক নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩০) বিবাদীপক্ষের দাবিমতে জনৈক নওয়াব আলী ও জুনু মিয়া আর এস ৩৫৯৩/৩৫৮৮ দাগে ৭ শতক ভূমি খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে উক্ত সম্পত্তি ১৮/১১/১৯৮০ ইং তারিখের ১৭৩৭৩ নং কবলা [প্রদর্শনী-ট] মূলে ১-৯ নং বিবাদীর পূর্ববর্তীর নিকট হস্তান্তর করেন। কিন্তু উক্ত খরিদা সম্পত্তির সহিত তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তির কোন সম্পর্ক নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩১) সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় সতীশ চন্দ্র খতিয়ানে অংশমতে ও ভ্রাতা হতে ফুতু সূত্রে ৩৬২৮ দাগে ৫.৮২৫ শতক এবং ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৮.৭৫ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। এছাড়া প্রদর্শনী-খ মূলে ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে আরো ৪ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। স্বীকৃতমতে সতীশচন্দ্র দে মরনে তাহার ৫ পুত্র ওয়ারীশ থাকে। তন্মধ্যে সুখেন্দু ৮ নং বিবাদী এবং সুধাংশু মরনে ১-৩ নং বিবাদী , হীমাংশু মরনে ৭ নং বিবাদী, রাখাল মরনে ৪-৬ নং বিবাদী ও নেপাল মরনে ৭ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে সুধাংশু রাখাল নেপাল ও সুখেন্দু ০৯/০৮/১৯৭৬ ইং তারিখে ৪৬৪৬ নং কবলা **[প্রদর্শনী-ঠ]** মূলে নালিশী ও অনালিশী দাগ আন্দরে ১১ শতক ভূমি ১৩ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে উক্ত ১১ শতক ভূমি নালিশী ৩৬২৭ দাগে ১৩ নং বিবাদী আপোষে দখল প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার হন। উক্ত ১১ শতক ভূমি হস্তান্তরের বিষয়টি বাদীপক্ষ অস্বীকার করেননি।

৩২) সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় আর এস রেকর্ডী চন্দ্র শেখর নালিশী ৩৬২৮ দাগে ২.৩৩ শতক এবং ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৩.৫ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র শেখর মরনে উক্ত দাগাদির ৫.৮৩ শতক ভূমি ১০-১২ নং বিবাদী প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার আর এস রেকর্ডী শ্যামাচরন আর এস ২৬২৮ দাগে ৫.৮২৫ শতক ও আর এস ৩৬২৬/৩৬২৭ দাগে ৮.৭৫ শতকে স্বত্ববান হলেও বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় ১৪/০৮/১৯৪৬ ইং তারিখের ৪৫৫৫/৪৫৫৬ নং পাটা কবুলিয়ত **[প্রদর্শনী-ছ, ছ(১)]** হতে দেখা যায় শ্যামা চরনের পুত্রবতী কন্যা শতকুমারী ও চবলাবালা আর এস ৩৬২৮ দাগে ১৩ শতক ও ৩৬২৭/৩৫৮৯ দাগে ৬.২৫ শতক ভূমি ১০-১২ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী চন্দ্র শেখর বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রতীয়মান হয় যে তাহারা ৩৬২৮ দাগে অংশাতিরিক্ত ভূমি হস্তান্তর করেছেন।

৩৩) অত্র মামলার ১৪ নং বিবাদী হলো চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১। উক্ত ১৪ নং বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হয়ে লিখিত জবাব দাখিল করলেও কোন মৌখিক বা দালিলিক সাক্ষ্য উপস্থাপন করেননি। অত্র বিবাদী নালিশী দাগে ৯/১১/১২/১৩ নং বিবাদী হতে ৪৮ শতক ভূমি খরিদের দাবি করলেও কোন ছাহাম প্রার্থনা করেননি। একইভাবে ৪-১৩ নং বিবাদীপক্ষও ছাহাম প্রার্থনা করেননি।

৩৪) উপরিউক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও আলোচনা পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী দাগাদি আন্দরে ২৫.১৪৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন। বিবাদীপক্ষ বাদীগনের পূর্ববর্তী অথবা বাদীগণ তাদের প্রাপ্ত স্বত্বাংশীয় ভূমি সম্পূর্ন বিক্রয় পূর্বক নিঃস্বত্ববান হয়েছে মর্মে দেখাতে পারেননি। বিবাদীপক্ষ বাদীর পূর্ববর্তী কৃর্তক হস্তান্তরের বিষয়ে বললেও উক্ত হস্তান্তরিত সম্পত্তির দাগাদি অনালিশী দাগ হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী দাগাদি আন্দরে ২৫.১৪৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় নং ৫ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৩৫) বিচার্য বিষয় নম্বর ৬ ঃ**" বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী পেতে হকদার কি না ? "** বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। বাদীপক্ষ আরজি বর্নিত নালিশী তফসিল আন্দরে **২৫.১৪৭ শতক** ভূমিতে স্বত্ববান হওয়ায় আদালত নির্ধারিত মতে প্রতিকার পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব, আদেশ হয় যে,

বাটোয়ারা প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ৪-১৩/১৪ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় আংশিক প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করা হলো।

বাদীগণ তফসিল বর্নিত নালিশী ৩৫.৫০ শতক সম্পত্তি মধ্যে **২৫.১৪ শতক** ভুমি বাবদ ছাহাম পাবেন। পক্ষগনকে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপোষে ছাহামকৃত সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যার্থতায় বাদীর অথবা উক্ত যেকোন বিবাদী/ বিবাদীগনের প্রার্থনায় নির্ধারিত কমিশন ফি জমাদান সাপেক্ষে নালিশী জমি চুলচেরা বিভাগ বন্টনের জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হবে।

আইনজীবী কমিশনার বিভাগ বন্টনের সময় জমির সরস নিরস প্রকৃতি, পক্ষগনের সুবিধা অসুবিধা ও বিদ্যমান দখল যতদূর সম্ভব বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেবেন।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।